গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা
(রাজস্ব শাখা)
www.magura.gov.bd

০১.১০.১৪২৯ বঙ্গাব্দ
তারিখ : ১৬.০১.২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নং- ০৫.৪৪.৫৫০০.০০৮.১০.০৫৮.২২- ৭৮

## জলমহাল ইজারা বিজ্ঞপ্তি

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১৪.১১.২০২১ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.০০২.২১.১২১ নম্বর পরিপত্র এবং ১৮.১২.২০২২ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯ (অংশ-২).৪৮ নম্বর প্রজ্ঞাপন এর আলোকে ২০ একরের উর্ধ্বে মাগুরা জেলার নিম্নোক্ত জলমহাল ১৪৩০ হতে ১৪৩২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে স্থায়ীভাবে সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির নিকট থেকে নিম্নোক্ত শর্তাধীনে নির্ধারিত ফরমে অন লাইনের মাধ্যমে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে। জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন দাখিল এবং ইজারা প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

| ক্র: নং | তারিখ | গৃহীত কার্যক্রম |
|---|---|---|
| ১ | ০৬ মাঘ থেকে ২৫ মাঘের মধ্যে (২০ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) | অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল |
| ২ | ২৬ মাঘ থেকে পরবর্তী ০৩ কার্যদিবসের (০৯ ফেব্রুয়রি ২০২৩) | অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল |
| ৩ | ০৬ ফাল্গুনের মধ্যে (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩) | অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই |
| ৪ | ১৫ ফাল্গুনের মধ্যে (২৮ফেব্রুয়ারি ২০২৩) | জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন |
| ৫ | ২৯ ফাল্গুনের মধ্যে (১৪ মার্চ ২০২৩) | ইজারা অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কমিশনার বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক অনুমোদন |
| ৬ | ০৭ চৈত্রের মধ্যে (২১ মার্চ ২০৩) | জেলা প্রশাসক কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারাগ্রহীতাকে অবহিতকরণ |
| ৭ | ২৩ চৈত্রের মধ্যে (০৬ এপ্রিল ২০২৩) | ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্যে ইজারামূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান এবং ইজারাগ্রহীতার সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদন |
| ৮ | ০১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল ২০২৩) | ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া |

**১৪৩০ হতে ১৪৩২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারাযোগ্য সরকারি জলমহালের সম্ভাব্য বার্ষিক ইজারামূল্যসহ তালিকা নিম্নরূপ :**

| ক্রমিক নং | জলমহালের নাম | উপজেলার নাম | মৌজার নাম ও জেএল নম্বর | দাগ নম্বর | জমির পরিমাণ (আয়তন) | বিগত ৩ বছরের গড় মূল্য | গড় মূল্যের ৫% বর্ধিত মূল্য | সম্ভাব্য সরকারি মূল্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মহেশপুর বাওড় | শ্রীপুর | ৫১ নং মহেশপুর | ২২৭৩ | ৪১.৯৫ একর | ২,৩০,৫০০/- | ১১,৫২৫/- | ২,৪২,০২৫/- |

**অনলাইন আবেদন সংক্রান্ত নির্দেশনাবলী :**

ক) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী বদ্ধ জলমহাল ইজারা গ্রহণের আগ্রহী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কর্তৃক উক্ত নীতিতে বর্ণিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদিসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল করতে হবে;

খ) অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (https/minland.gov.bd) অথবা jm.lams.gov.bd লিংক রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে;

গ) অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টিং কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য উদ্ধৃত দরের ২০% জামানত হিসেবে যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় দাখিল করতে হবে। সীলকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে "জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন" কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বামপার্শ্বের নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে;

**ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী :**

১। স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহালের তীরবর্তী/নিকটবর্তী সে সকল প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট জলমহালের তীরবর্তী/নিকটবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে পাশ্ববর্তী উপজেলা/জেলা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হবে।

২। আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল বন্দোবস্তের অযোগ্য বিবেচিত হবে। এছাড়া আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি যেগুলো বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমণস্বরূপ জেলা/উপজেলা সমবায়/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদনপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে এবং সাথে বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠন/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্টের প্রয়োজন হবে না।

৩। আবেদনপত্রের সাথে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত জলমহালের আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ২০% জামানত হিসেবে যে কোন তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূল কপি এ কার্যালয়ের রাজস্ব শাখায় দাখিল করতে হবে। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত জামানতের টাকা সমন্বয় করা হবে।

৪। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এ ছাড়া ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে।

৫। সর্বোচ্চ বৈধ দরদাতাকে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ১৪৩০ বঙ্গাব্দের ইজারার সমুদয় অর্থ অবশ্যই জমা দিতে হবে এবং ইজারা গ্রহীতাকে ১৪৩১ ও ১৪৩২ বঙ্গাব্দের একই হারে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য যথাক্রম পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

৬। মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির পক্ষে একমাত্র সভপতি/সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে আবেদন দাখিল করতে হবে। অন্য কোন সদস্যের স্বাক্ষরে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

৭। আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট জলমহাল সম্পর্কে সরেজমিন প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে দেখে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৮। লীজ গ্রহীতা কোনক্রমে লীজকৃত জলমহাল অন্য কারো নিকট সাব লীজ/হস্তান্তর করতে পারবে না। এ শর্ত বরখেলাপ করলে লীজ বাতিলসহ জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এর পরবর্তী বছর ইজারা গ্রহণের কোন আবেদন করতে পারবে না।

৯। প্রথম বছর ইজারামূল্য পরিশোধের সাথে সাথে ইজারা গ্রহীতাকে ১৫০/- টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নিজ দায়িত্বে চুক্তিনামা সম্পাদন করতে হবে এবং নিজ দায়িত্বে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দখল গ্রহণ করতে হহবে। অন্যথায় যথাসময় জলমহালের দখল না পাবার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

১০। ইজারা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা ও সময়ে সময়ে জারিকৃত সরকারি বিধি-বিধানসমূহ ইজারা গ্রহীতাকে মেনে চলতে হবে।

১১। বর্ণিত জলমহালের বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতের মামলায় স্থগিতাদেশ/স্থিতিবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকলে সেক্ষেত্রে ইজারা কার্যক্রম স্থগিতাদেশ/স্থিতিবস্থা/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পর পরিচালিত হবে।

১২। জলমহালটি ইজারা প্রদান হয়ে থাকলে বা ইজারা কর্যক্রম গ্রহণের কোন পর্যায়ে স্বত্ব মামলা উদ্ভব হলে/কোন বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ইজারাকৃত মূল্য ফেরত প্রদান করা হবে না এবং কোন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

১৩। ইজারা গ্রহীতা জলমহাল ইজারা গ্রহণ করে সেচ দিয়ে সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন করে অথবা বিষ প্রয়োগ করে মাছ আহরণ/শিকার করতে পারবে না, করলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৪। সরকার কর্তৃক সময় সময়ে জারীকৃত আদেশ নির্দেশসমূহ মেনে চলতে হবে। যে জলমহালটি ইজারা দেয়া হবে, সেখানে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। উক্ত জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না।

১৫। সরকারি প্রয়োজনে জলমহালটি খনন, সংস্কার বা পুনঃখনন করার সময় ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক কোন ওজর আপত্তি করা যাবে না।

১৬। ইজারা গ্রহীতাকে প্রত্যেক বছরের ইজারা মূল্যের সাথে অতিরিক্ত ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১৭। অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্টিং কপি হিসেবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনের তথ্যাদি সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

১৮। সভাপতি/সম্পাদক ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা সে সংক্রান্ত জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

১৯। জলমহালের ইজারার ১ম বছরের মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং বছরের যে কোন সময়ে জলমহালের ইজারা গ্রহণ করলেও ইজারার মেয়াদ ১ বৈশাখ থেকে কার্যকর হবে এবং একই বছরের ৩০ চৈত্র তারিখে তা শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণে খাস আদায় করা হয় তবে তা সরকারি খাতে জমা হবে, ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন প্রাপ্ত হবেন না।

২০। কোন প্রকার ঘষামাজা/অস্পষ্ট/কাটাছেঁড়া/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

২১। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে উক্ত সংগঠন/সমিতি জলমহাল পাওয়ার যোগ্য হবে না।

২২। উক্ত জলমহালের বিপরীতে এক বা একাধিক সংগঠন/সমিতি আবেদন করলে এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ এর যাবতীয় শর্তের আলোকে উপযুক্ত বিবেচিত হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটি নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহালটি ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

২৩। কোন মিথ্যা/ভূয়া তথ্য দাখিল করলে আবেদন বাতিল হবে।

২৪। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা/বন্দোবস্ত বাতিলপূর্বক জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

২৫। ইজারার অর্থ কোন অবস্থাতেই আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২৬। কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং সর্বোচ্চ দরপত্র রিজার্ভ রেখে পুনঃদরপত্র আহবান করতে পারবে। অধিকন্তু কর্তৃপক্ষ বাস্তবতার আলোকে জলমহালের তফসিল হ্রাস/বৃদ্ধি করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

২৬/৮/২৬

মোহাম্মদ আবু নাসের বেগ
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, মাগুরা।

০২ .১০.১৪২৯ বঙ্গাব্দ

স্মারক নং- ০৫.৪৪.৫৫০০.০০৮.১০.০৫৮.২২- ৯৮/৩(৩) তারিখ : ১৬ .০১.২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো :

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
৩। জেলা প্রশাসক, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/যশোর/ঝিনাইদহ/নড়াইল।
৪। পুলিশ সুপার, মাগুরা।
৫। সিভিল সার্জন, মাগুরা।
৬। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাগুরা।
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মাগুরা সদর/মহম্মদপুর/শালিখা/শ্রীপুর, মাগুরা।
৮। ..........................................................................................................., মাগুরা।
৯। সহকারী কমিশনার (ভূমি), মাগুরা সদর/মহম্মদপুর/শালিখা/শ্রীপুর, মাগুরা।
১০। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও প্রযুক্তি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা। বিজ্ঞপ্তিটি মাগুরা জেলা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১১। জেলা তথ্য অফিসার, মাগুরা। তাঁকে মাইকযোগে জেলা সর্বত্র বিজ্ঞপ্তিটি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২। বিজ্ঞাপন কর্মকর্তা, দৈনিক.......................পত্রিকা। বিজ্ঞপ্তিটি তাঁর পত্রিকার ভিতরের পাতায় স্বল্প পরিসরে ০৩ কলামে সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত ০১(এক) দিনের জন্য প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। চেয়ারম্যান,....................................ইউনিয়ন পরিষদ, মাগুরা। তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৪। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা...................................ইউনিয়ন ভূমি অফিস................................., মাগুরা। বিজ্ঞপ্তিটি অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে জারির ব্যবস্থাসহ তার ইউনিয়ন অধিক্ষেত্রে সকল হাট-বাজারে ঢোল সহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৫। জনাব......................................................................................................., মাগুরা।
১৬। সভাপতি/সম্পাদক......................................................................মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠন (সকল), মাগুরা জেলা।

১৬/০১/২৩
হালিমা খাতুন
অতিরিক্তি জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
মাগুরা।